প্রশ্ন 4 মানবাধিকারের ধারণার ক্রমবিকাশ সংক্ষেপে আলোচনা করো।

◆ উত্তর

মানবাধিকারের ধারণার ক্রমবিকাশ

মানবাধিকার হল এমন অধিকার, যা ছাড়া মানুষ মর্যাদার সঙ্গে বেঁচে থাকতে পারে না। অতি প্রাচীন কাল থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত মানবসভ্যতার ইতিহাস হল মানুষের অধিকার অর্জনের জন্য সংগ্রামের ইতিহাস। সমাজের মুষ্টিমেয় প্রভুত্বকারী মানুষ অন্য সব মানুষকে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। এ ছাড়া যথেচ্ছ শাসন, অত্যাচার, নিপীড়ন, হত্যা করেছে এবং মানুষকে তাদের মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করেছে। তাই এই অন্যায়-অবিচার, শাসন, শোষণ, অত্যাচার ও নিপীড়ন এবং অন্যান্য বৈষম্যের বিরুদ্ধে যুগে যুগে মানুষ তাদের প্রাপ্য অধিকার অর্জনের জন্য সংগ্রাম করেছে। এই দীর্ঘ সংগ্রামের ফলে মানুষ আজ মানবাধিকার অর্জন করেছে। 1948 খ্রিস্টাব্দে রাষ্ট্রসংঘের সনদে মানবাধিকারগুলি আইনি স্বীকৃতি লাভ করেছে। মানবাধিকারের ধারণার ক্রমবিকাশ সম্পর্কে নীচে বর্ণনা করা হল—

[1] **নবজাগরণের যুগে মানবাধিকার:** ইউরোপে নবজাগরণের পূর্বে মানুষ সকলপ্রকার অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। দাস সমাজব্যবস্থায়, রাজতন্ত্রে নির্বিচারে মানুষকে হত্যা করা হত। একমাত্র নবজাগরণের যুগে মানুষের মর্যাদার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। মানুষের অহস্তান্তরযোগ্য অধিকার ও স্বাধীনতাসমূহ ঘোষণা করা হয়।

[2] **মধ্যযুগে মানবাধিকার:** মধ্যযুগে মানুষ তাদের মৌলিক অধিকারগুলি অর্জনের জন্য সংগ্রাম করেছে। সংগ্রামের ফলে অধিকারগুলি তারা কালক্রমে লিখিত ও আইনসিদ্ধভাবে অর্জন করেছে। যেমন—1215

Scanned with CamScanner

খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডের ম্যাগনাকার্টা বা মহাসনদ, 1628 খ্রিস্টাব্দে অধিকারের দাবি সনদ, 1689 খ্রিস্টাব্দে অধিকারের বিল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ফ্রান্সে 1789 খ্রিস্টাব্দে দেশের মানুষ ও নাগরিকদের অধিকার ঘোষিত হয়েছে। 1791 খ্রিস্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও অধিকারের বিল ঘোষিত হয়েছে।

[3] **আধুনিক যুগে মানবাধিকার:** সাম্রাজ্যবাদের যুগে পরাধীন জাতিগুলির উপর সাম্রাজ্যবাদী শক্তি অমানবিক, পাশবিক অত্যাচার করেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মানুষের উপর এই নৃশংস অত্যাচার শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে ব্যথিত করেছে। অমানবিক নাৎসি অত্যাচারের অভিজ্ঞতা মানুষ অর্জন করেছে। এর ফলে সমগ্র বিশ্বে মানবাধিকার সংরক্ষণের পক্ষে আন্দোলন শুরু হয়। যার ফলস্বরূপ 1948 খ্রিস্টাব্দের 10 ডিসেম্বর রাষ্ট্রসংঘের সনদে 30টি ধারায় মানবাধিকার ঘোষণা করা হয়েছে। যা পরবর্তীকালে আইনি স্বীকৃতি লাভ করে।

[4] **সমসাময়িক যুগে মানবাধিকার:** রাষ্ট্রসংঘের সনদে মানবাধিকার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করার পরেও বিভিন্ন রাষ্ট্র তা লঙ্ঘন করছিল। তাই মানবাধিকারের সংরক্ষণ সুনিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্রসংঘের চাপে প্রত্যেকটি রাষ্ট্র জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও রাজ্য মানবাধিকার কমিশন গঠন করে। কোথাও মানবাধিকার লঙ্ঘিত হলে এই কমিশন তার বিচার করবে। বর্তমানে মানবাধিকারকে প্রত্যেক রাষ্ট্র স্বীকার করলেও মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত করেনি। এর ফলে মানবাধিকার সম্পর্কে আইনি দায়বদ্ধতা সৃষ্টি করতে পারেনি।

মূল্যায়ন: যতদিন বিশ্বে খাদ্য, বাসস্থান ও শিক্ষার অভাব থাকবে ততদিন মানবাধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে না। মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হলে সকলপ্রকার বৈষম্য দূর করতে হবে।

প্রশ্ন 5 টমাস হবসের মতানুসারে প্রাকৃতিক আইন ও প্রাকৃতিক অধিকার সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করো।

উত্তর

টমাস হবসের মতানুসারে প্রাকৃতিক আইন ও প্রাকৃতিক অধিকার

টমাস হবস তাঁর 'লেভিয়াথান' গ্রন্থে রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত 'সামাজিক চুক্তি' মতবাদে রাজ্যের মানুষের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে প্রাকৃতিক আইন ও প্রাকৃতিক অধিকারের তত্ত্ব বর্ণনা করেছেন। প্রাকৃতিক আইন ও প্রাকৃতিক অধিকার সম্বন্ধে টমাস হবসের মত হল—

[1] **প্রাকৃতিক আইনের ভিত্তি:** প্রাক্-সামাজিক যুগে, প্রাক্-রাষ্ট্রীয় যুগে মানুষ প্রকৃতি রাজ্যে বসবাস করত। হবসের মতে মানুষ প্রকৃতিগতভাবে স্বার্থপর, কলহপ্রিয়, লোভী, ধূর্ত, শঠ, নির্দয় ও আক্রমণমুখী। এই জন্য প্রাকৃতিক অবস্থায় যে যাকে পারত হত্যা করত, লুণ্ঠন করত, প্রত্যেকে ছিল প্রত্যেকের শত্রু। সবসময়ই সকলের সঙ্গে সকলের যুদ্ধ লেগে থাকত। এইরূপ প্রকৃতি রাজ্যে প্রাকৃতিক আইন ছিল 'জোর যার মুলুক তার'।

[2] **প্রাকৃতিক আইনের প্রকৃতি:** প্রাকৃতিক আইনের সৃষ্টিকর্তা, প্রয়োগকর্তা, নিয়ন্ত্রণকর্তা নেই। এই আইনের উৎস মানুষের প্রকৃতি। মানুষের সংঘাতপূর্ণ অনিশ্চিত জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করত প্রাকৃতিক আইন। প্রাকৃতিক আইন হল আত্মরক্ষার নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত নিয়মকানুনের সমষ্টি।

আত্মসংরক্ষণের জন্য মানুষের যে-কোনো কাজ করার স্বাধীনতা ছিল। যা আত্মসংরক্ষণের পক্ষে ক্ষতিকর কাজ তা সম্পাদন করা থেকে এই আইন মানুষকে বিরত করত। ফলে প্রকৃতি রাজ্যে প্রত্যেক মানুষ নিজ নিজ স্বার্থরক্ষার জন্য হানাহানি, কাটাকাটি, যুদ্ধ ও লুণ্ঠন করত। প্রাকৃতিক আইন ছিল সম্পূর্ণরূপে বন্য অরাজকতার আইন।

Scanned with CamScanner

[4] **প্রাকৃতিক অধিকারের স্বরূপ:** হবসের মতে প্রাকৃতিক অধিকার হল আত্মসংরক্ষণের প্রয়োজনে ব্যক্তির যে-কোনো কাজের অর্থাৎ বিশ্বাসঘাতকতামূলক, নাশকতামূলক, ষড়যন্ত্রমূলক, অপরহরণমূলক, হত্যামূলক কাজের স্বাধীনতা। নিজের ক্ষমতাবলে যে যতটুকু সুযোগসুবিধা ভোগ করতে পারত ততটুকুই ছিল তার প্রাকৃতিক অধিকার। এই অবস্থায় প্রত্যেকে প্রত্যেকের শত্রু ছিল। ফলে মানুষের জীবন ছিল নিঃসঙ্গ, কদর্য, পাশবিক ও ক্ষণস্থায়ী।

[5] **প্রাকৃতিক আইন ও প্রাকৃতিক অধিকারের মধ্যে পার্থক্য:** প্রাকৃতিক আইন ও প্রাকৃতিক অধিকার উভয়ই মানুষের আত্মসংরক্ষণের উপায় হলেও এদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। প্রাকৃতিক আইন হল সংহতিমূলক উপায়। অপরপক্ষে, প্রাকৃতিক অধিকার সংহতিবিনাশী ধ্বংসমূলক উপায়। প্রাকৃতিক অধিকারের কারণে প্রকৃতি রাজ্যে মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্ব, যুদ্ধ, হত্যা, লুণ্ঠন লেগেই থাকত। এই ভয়ের বাতাবরণে মানুষের জীবন হয়ে উঠেছিল অনিশ্চিত।

মূল্যায়ন: এইভাবে হবস রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সামাজিক চুক্তির প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। এর ভিত্তি হিসেবে প্রকৃতি রাজ্যের সম্বন্ধ নির্ণয় করার কথাও তিনি বলেছেন। আর এই সম্বন্ধ নির্ণয়ের জন্য প্রাকৃতিক আইন ও প্রাকৃতিক অধিকারের স্বরূপ তিনি প্রকাশ করেছেন।

Scanned with CamScanner